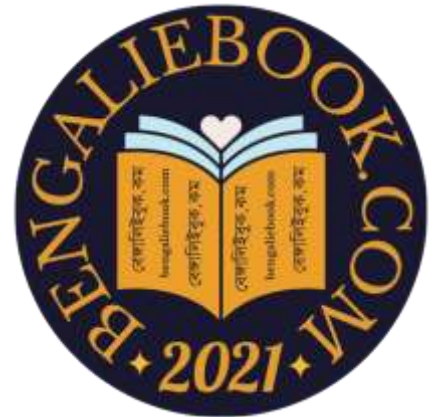


কাব্যগ্রন্থ

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সূচিপত্র

উৎসর্গ.....	2
সূচনা.....	3
১.....	5
২.....	6
৩.....	7
৪.....	9
৫.....	11
৬.....	12
৭.....	13
৮.....	15
৯.....	16
১০.....	17
১১.....	19
১২.....	21
১৩.....	22
১৪.....	24
১৫.....	25
১৬.....	26
১৭.....	28
১৮.....	29
১৯.....	31
২০.....	33
সংযোজন.....	35

উৎসর্গ

ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার
অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই।
আজ ছাপাইছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।

সূচনা

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময়নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেকটা সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়াছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন-প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক, তখন আমি চোদ্দয় পা দিয়েছি। খন্ড খন্ড পদাবলীর প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেস্ক থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না।

পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হোত আমার কৌতুহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি। যদি ফিরে পেতুম তা হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামত মানে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত।

তার পরের সোপানে ওঠা গেল পদাবলীর জালিয়াতিতে। অক্ষয়বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল করার লোভ হয়েছিল। এ কথা মনেই ছিল না যে, ঠিকমত নকল করতে হলেও শুধু ভাষায় নয়, ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পরে। পদাবলী

শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষম্যবোধের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সাথে বহন করে এসেছি। একে সাহিত্যের একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।

প্রথম গানটি লিখেছিলুম একটা স্নেটের উপরে, অন্তপুরের কোণের ঘরে--

গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে।

মনে বিশ্বাস হল চ্যাটার্টনের চেয়ে পিছিয়ে থাকব না।

এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।

শান্তিনিকেতন

১১ | ৭ | ৪০



বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুন গুন, অমুয়ামঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা সব
দূর দূর চলি গেল।
মরমে বহই বসন্তসমীরণ,
মরমে ফুটই ফুল,
মরমকুঞ্জ'পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল।
সখি রে উছসত প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহুল প্রাণ,
নিখিল জগত জনু হরখ - ভোর ভই
গায় রভসরসগান।
বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে দুখিনী রাধা,
কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদিবসন্ত সো মাধা?
ভানু কহত অতি গহন রয়ন অব,
বসন্তসমীর শ্বাসে
মোদিত বিহুল চিত্তকুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা - বাসে।



শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুমমালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুমমুঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে।
শশিসনাথ যামিনী,
বিরহবিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার— হৃদয় তার দাহিছে।
অধর উঠই কাঁপিয়া
সখিকরে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত হৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহি রে।
কুঞ্জপানে হেরিয়া
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহি রে!



হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,
কঠে বিমলিন মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গল রয়নী,
নহি নহি আওল কালা।
বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব,
বিফল এ পীরিতি লেহা –
বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন,
বিফল রে এ মঝু দেহা!
চল সখি গৃহ চল, মঞ্চ নয়নজল,
চল সখি চল গৃহকাজে,
মালতিমালা রাখহ বালা,
ছি ছি সখি মরু মরু লাজে।
সখি লো দারুণ আধিভরাতুর
এ তরুণ যৌবন মোর,
সখি লো দারুণ প্রণয়হলাহল
জীবন করল অঘোর।
তৃষিত প্রাণ মম দিবসযামিনী
শ্যামক দরশন আশে,
আকুল জীবন থেহ ন মানে,
অহরহ জ্বলত হুতাশে।
সজনি, সত্য কহি তোয়,
খোয়াব কব হম শ্যামক প্রেম
সদা ডর লাগয়ে মোয়।
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব,
সো দিন আসব সখি রে -

বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে,
মরিব হলাহল ভখি রে।
ঐস বৃথা ভয় না কর বালা,
ভানু নিবেদয় চরণে,
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি,
নহি টুটে জীবনমরণে।

8

শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর।
বিরহ সাথি করি সজনী রাধা
রজনী করত হি ভোর।
একলি নিরল বিরল পর বৈঠত
নিরখত যমুনা-পানে,
বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত,
পরান থেহ ন মানে।
গহনতিমির নিশি ঝিল্লিমুখর দিশি
শূন্য কদমতরুমূলে,
ভূমিশয়ন-’পর আকুল কুন্তল,
কাঁদই আপন ভুলে।
মুগধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু
পরিহরি সব গৃহকাজে
চাহি শূন্য-’পর কহে করুণস্বর—
বাজে রে বাঁশরি বাজে।
নিঠুর শ্যাম রে, কৈসন অব তুঁহ
রহই দূর মথুরায় —
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি,
কৈস দিবস তব যায়!
কৈস মিটাওসি প্রেমপিপাসা,
কঁহা বজাওসি বাঁশি?
পীতবাস তুঁহ কথি রে ছোড়লি,
কথি সো বন্ধিম হাসি?
কনকহার অব পহিরলি কঠে,
কথি ফেকলি বনমালা?

হৃদিকমলাসন শূন্য করলি রে,
কনকাসন কর আলা!
এ দুখ চিরদিন রহল চিত্তমে,
ভানু কহে, ছি ছি কালা!
ঝটিতি আও তুঁহু হমারি সাথে,
বিরহব্যাকুলা বালা।



সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহু ঝটিত কুসুমহার,
পিনহু নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দূর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ
মিলনগীতি গাও রে,
চঞ্চল মঞ্জীররাব
কুঞ্জগগন ছাও রে।
সজনি অব উজার মন্দির
কনকদীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জভবন
গন্ধসলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলী বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যুঁথি, গাঁথ জাতি,
গাঁথ বকুলমালিকা।
তৃষিতনয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জপথম চাহিয়া—
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে,
মৃদুল গান গাহিয়া।



বঁধুয়া, হিয়া'পর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি,
হমার মুখ'পর চাও রে!
যুগযুগসম কত দিবস বহয়ি গল,
শ্যাম তু আওলি না,
চন্দ্র - উজর মধু - মধুর কুঞ্জ' পর
মুরলি বজাওলি না!
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে,
লয়ি গলি নয়নআনন্দ!
শূন্য কুঞ্জবন, শূন্য হৃদয়মন,
কঁহি তব ও মুখচন্দ?
ইথি ছিল আকুল গোপনয়নজল,
কথি ছিল ও তব হাসি?
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট,
কথি ছিল ও তব বাঁশি ;
তুঝ মুখ চাহয়ি শতযুগভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
লেশ হাসি তুঝ দূর করল রে
সকল মানঅভিমান।
ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে
প্রেমক নাহিক ওর।
হরখে পুলকিত জগতচরাচর
দুঁহক প্রেমরস ভোর।

৭

শুন সখি, বাজত বাঁশি
গভীর রজনী, উজল কুঞ্জপথ,
চন্দ্রম ডারত হাসি।
দক্ষিণপবনে কম্পিত তরুগণ,
তস্তিত যমুনাবারি,
কুসুমসুবাস উদাস ভইল, সখি,
উদাস হৃদয় হমারি।
বিগলিত মরম, চরণ খলিতগতি,
শরম ভরম গয়ি দূর,
নয়ন বারিভর, গরগর অন্তর,
হৃদয় পুলকপরিপূর।
কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি,
সো কি হমারই শ্যাম?
মধুর কাননে মধুর বাঁশরি
বজায় হমারি নাম?
কত কত যুগ সখি, পুণ্য করনু হম,
দেবত করনু ধৈয়ান,
তব ত মিলল সখি, শ্যামরতন মম,
শ্যাম পরানক প্রাণ।
শ্যাম রে,
শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি,
জপত জপত তব নামে,
সাধ ভইল ময় দেহ ডুবায়ব
চাঁদউজল যমুনামে!
‘চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি,

ধরহ সখীজন হাত,
নীদমগন মহী, ভয় ডর কছু নহি,
ভানু চলে তব সাথ।’



গহন কুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস - লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয়কুসুমরাশ,
হরিণনেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জবনমে আও লো।
ঢালে কুসুম সুরভভার,
ঢালে বিহগ সুরবসার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার
বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি, পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যুথি জাতি রে।
দেখ সজনি, শ্যামরায়
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃতসদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনিবৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে।



সতিমির রজনী, সচকিত সজনী,
শূন্য নিকুঞ্জঅরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহবিষন্ন!
নীল আকাশে তারক ভাসে,
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর,
কুসুমিত বল্লিবিতান।
তৃষিত নয়ানে বনপথপানে
নিরখে ব্যাকুল বালা,
দেখ না পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে,
গাঁথে বনফুলমালা।
সহসা রাধা চাহল সচকিত,
দূরে খেপল মালা,
কহল - সজনি শুন, বাঁশরি বাজে,
কুঞ্জে আওল কালা।
চকিত গহন নিশি, দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।
কণ্ঠ মিলাওল ঢলঢল যমুনা
কল কল কল্লোলগানে।
ভণে ভানু, অব শুন গো কানু
পিয়াসিত গোপিনী প্রাণ।
তোঁহার পীরিত বিমল অমৃতরস
হরষে করবে পান।

১০

বজাও রে মোহন বাঁশি।
সারা দিবসক বিরহদহনদুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।
রিঝমনভেদন বাঁশরিবাদন
কঁহা শিখলি রে কান?
হানে থিরথির মরমঅবশকর
ললু ললু মধুময় বাণ।
ধসধস করতহ উরহ বিয়াকুলু,
ঢুলু ঢুলু অবশনয়ান ;
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়,
অধীর করয় পরান।
কত শত আশা পূরল না বঁধু,
কত সুখ করল পয়ান।
পলু গো কত শত পীরিতযাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় বঁধু, যমুনাবারিম
ডারিব দগধপরান।
সাধ যায় পলু, রাখি চরণ তব
হৃদয়মাঝ হৃদয়েশ,
হৃদয়জুড়াওন বদনচন্দ্র তব
হেরব জীবনশেষ।
সাধ যায়, ইহ চন্দ্রমকিরণে
কুসুমিত কুঞ্জবিতানে

বসন্তবাসে প্রাণ মিশায়ব
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু



আজু সখি, মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দৌহার পানে চায়।

যুবনমদবিলসিত
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত

মূরছি জনু যায়।
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণউনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।

বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর
কুসুমবনমাঝ।

মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়।

আধফুট শতদল
বায়ুভরে টলমল
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়।
অলকে ফুল কাঁপয়ি

কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু-অনলে তাপয়ি,
খসয়ি পড়ু পায়।
ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল –
ভানু মরি যায়।

১২

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
হাস বিকশিত কায়?
কোন স্বপন অব দেখত মাধব,
কহবে কোন হমায়!
নীদমেঘ'পর স্বপনবিজলিসম
রাধা বিলসত হাসি।
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব
তুঁতক প্রেমঋণরাশি।
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি?
শ্যাম ঘুমায় হমারা!
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব
শীতল জোছনধারা।
তারকমালিনী সুন্দর যামিনী
অবহুঁ ন যাও রে ভাগি,
নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি,
জ্বাললি বিরহক আগি।
ভানু কহত—অব রবি অতি নিষ্ঠুর
নলিনমিলনঅভিলাষে
কত নরনারীক মিলন টুটাওত,
ডারত বিরহহতাশে।

১৩

সজনি গো,
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথযামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনী রে।
উন্মাদ পবনে যমুনা তর্জিত,
ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুণ্ঠত,
থরহর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
বরখত নীরদপুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তালতমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
বোল ত সজনী, এ দুর্যোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত
সকরণ রাধা নাম।

সজনি,
মোতিমহারে বেশ বনা দে,
সাঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম
বাঁধহ মালত'মালে
খোল দুয়ার তুরা করি সখি রে,
ছোড় সকল ভয়লাজে –

হৃদয় বিহগসম ঝটপট করত হি
পঞ্জরপিঞ্জরমাঝে।
গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওলকিশোরক পাশ –
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব,
কহে ভানু তব দাস।

১৪

বাদরবরখন নীরদগরজন
বিজুলীচমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি, মাধব মোর।
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পল্ল,
বজরপাত যব হোয়,
তুঁহক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম,
ডর অতি লাগত মোয়।
অঙ্গবসন তব ভীখত মাধব,
ঘন ঘন বরখত মেহ –
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয়
কাহ উপেখবি দেহ?
বইস বইস পল্ল, কুসুমশয়ন' পর
পদযুগ দেহ পসারি –
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে –
কুন্তলভার উঘারি।
শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর,
রাখ বক্ষ - 'পর মোর,
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে
বাহুম্ণালক ডোর।
ভানু কহে বৃকভানুনন্দিনী,
প্রেমসিন্ধু মম কালা,
তোঁহার লাগয়, প্রেমক লাগয়
সব কছু সহবে জ্বালা।

১৫

মাধব, না কহ আদরবাণী,
না কর প্রেমক নাম।
জানয়ি মুঝাকো অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম।
কপট, কাহ তুঁহু বৃট বোলসি,
পীরিত করসি তু মোয়?
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নু,
না পতিয়াব রে তোয়।
ছিদল তরী-সম কপট প্রেম' পর
ডারনু যব মনপ্রাণ,
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে
অব কুত নাহিক ত্রাণ।
মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর?
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ,
ক্ষমহ গো কুবচন মোর!
নিদয় বাত অব কবছ ন বোলব,
তুঁহু মম প্রাণক প্রাণ।
অতিশয় নির্মম ব্যথিনু হিয়া তব
ছোড়য়ি কুবচনবাণ
মিটল মান অব – ভানু হাসতহি
হেরই পীরিতলীলা।
কভু অভিমানিনী, আদরিণী কভু
পীরিতিসাগর বালা।

১৬

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব
মথুরাপুর যব যায়
করল বিষম পণ মানিনী রাধা,
রোয়বে না সো, না দিবে বাধা –
কঠিনহিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব বিদায়।
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়নপান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল,
দন্ড দন্ড সখি, চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি, নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জলধার।
মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে,
কহল শ্যাম কত মৃদু মধু ভাষে,
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান,
গদগদ আকুলব্যাকুলপ্রাণ,
ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদল রাধা,
গদগদ ভাষ নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি,
কহল – শ্যাম রে, শ্যাম হমারি,
রহ তুঁহ, রহ তুঁহ, বঁধু গো, রহ তুঁহ,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহ,
তুঁহ বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব,
আছয় কোন হমার!
পড়ল ভূমি'পর শ্যামচরণ ধরি,

রাখল মুখ তছু শ্যামচরণ’পরি
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
রজনী করল প্রভাত।
মাধব বৈসল, মৃদু মধু হাসল,
কত অশোয়াসবচন মিঠ ভাষল,
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

ধরইল বালিক হাত।
সখি লো, সখি লো, বোল ত সখি লো,
যত দুখ পাওল রাধা
নিঠুর শ্যাম কিয়ৈ আপন মনমে
পাওল তছু কছু আধা?
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি
বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি
দূর দূর চলি গেল।
অব সো মথুরাপুরক পহুমে,
ইঁহ যব রোয়ত রাধা,
মরমে কি লাগল তিলভর বেদন,
চরণে কি তিলভর বাধা?
বরখি আঁখিজল ভানু কহে – অতি
দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু,
কাঁদিবার কো নাই।

১৭

বার বার সখি, বারণ করনু,
ন যাও মথুরাধাম।
বিসরি প্রেমদুখ রাজভোগ যথি
করত হমারই শ্যাম।
ধিক তুঁহু দাস্তিক, ধিক রসনা ধিক,
লইলি কাহারই নাম?
বোল তো সজনি, মথুরাঅধিপতি
সো কি হমারই শ্যাম?
ধনকো শ্যাম সো, মথুরাপুরকো,
রাজ্য-মানকো হোয়।
নহ পীরিতিকো, ব্রজকামিনীকো,
নিচয় কহনু ময় তোয়।
যব তুঁহু ঠারবি সো নব নরপতি
জনি রে করে অবমান,
ছিন্নকুসুমসম ঝরব ধরা' পর,
পলকে খোয়ব প্রাণ।
বিসরল বিসরল সো সব বিসরল
বৃন্দাবন সুখসঙ্গ,
নব নগরে সখি নবীন নাগর
উপজল নব নব রঙ্গ।
ভানু কহত – অয়ি বিরহকাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ।
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলি না,
হমার শ্যামক লেহ।

১৮

হম যব না রব সজনী,
নিভৃত বসন্ত - নিকুঞ্জবিতানে
আসবে নির্মল রজনী,
মিলনপিপাসিত আসবে যব সখি
শ্যাম হমারি আশে,
ফুকারণে যব রাধা রাধা
মুরলি উরধ শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই,
যব হম আসব না,
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই,
যব হম জাগব না,
তব কি কুঞ্জপথ হমারি আশে
হেরবে আকুল শ্যাম?
বন বন ফেরই সো কি ফুকারণে
রাধা রাধা নাম?
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম,
শ্যামক শত শত নারী –
হম যব যাওব শত শত রাধা
চরণে রহবে তারি।
তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে,
কাহ ত্যাগব দে?
হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে,
কহ সখি, রোয়ব কে?
ভানু কহে চুপি – মানভরে রহ,
আও বনে, ব্রজনারী,

মিলবে শ্যামক থরথর আদর
ঝরঝর লোচনবারি।

১৯

মরণ রে,
তুঁহ মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপ - বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু - অমৃত করে দান।
তুঁহ মম শ্যামসমান।

মরণ রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম!
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহ ন ভইবি মোয় বাম,
আকুল রাধা - রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর।
তুঁহ মম মাধব, তুঁহ মম দোসর,
তুঁহ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ, তু আও রে আও।
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোরউপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি,
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহ নহি বিসরবি, তুঁহ নহি ছোড়বি,
রাধাহৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ।

দূর সঙে তুঁহ বাঁশি বজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা।
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহতাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,

২০

কো তুঁহ বোলবি মোয়!
হৃদয়মাহ মবু জাগসি অনুখন,
আঁখউপর তুঁহ রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরমসঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহ বোলবি মোয়!

হৃদয়কমল তব চরণে টলমল,
নয়নযুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহ বোলবি মোয়!

বাঁশরিধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহ বোলবি মোয়!

হেরি হাসি তব মধুস্বতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণকমলযুগ ছোঁয়।
কো তুঁহ বোলবি মোয়!

গোপবধূজন বিকশিতযৌবন,

পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীলনীর'পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়
কো তুঁহ বোলবি মোয়!
তৃষিত আঁখি, তব মুখ'পর বিহরই,
মধুর পরশ তব রাধা শিহরই,
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা খোয়।
কো তুঁহ বোলবি মোয়!

কো তুঁহ কো তুঁহ সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু – সব সংশয় ঘুচয়ি,
জনম চরণ'পর গোয়।
কো তুঁহ বোলবি মোয়!

সংযোজন

১

সখিরে— পিরীত বুঝবে কে?
অঁধার হৃদয়ক দুঃখ কাহিনী
বোলব, শুনবে কে?
রাধিকার অতি অন্তর বেদন
কে বুঝবে অয়ি সজনী
কে বুঝবে সখি রোয়ত রাধা
কোন দুখে দিন রজনী?
কলঙ্ক রটায়ব জনি সখি রটাও
কলঙ্ক নাহিক মানি,
সকল তয়াগব লভিতে শ্যামক
একঠো আদর বাণী।
মিনতি করিলো সখি শত শত বার, তু
শ্যামক না দিহ গারি,
শীল মান কুল, অপনি সজনি হম
চরণে দেয়নু ডারি।
সখিলো—
বৃন্দাবনকো দুরূজন মানুখ
পিরীত নাহিক জানে,
বৃথাই নিন্দা কাহ রটায়ত
হমার শ্যামক নামে?
কলঙ্কিনী হম রাধা, সখিলো
ঘৃণা করহ জনি মনমে
ন আসিও তব্ কবহঁ সজনিলো

হমার অঁধা ভবনমে।
কহে ভানু অব- বুঝবে না সখি
কোহি মরমকো বাত,
বিরলে শ্যামক কহিও বেদন
বৃক্ষে রাখয়ি মাথ।

২

হম সখি দারিদ নারী!
জনম অবধি হম পীরিতি করনু
মোচনু লোচন - বারি।
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গুণ
দুখিনী আহির জাতি,
নাহি জানি কছু বিলাস - ভঙ্গিম
যৌবন গরবে মাতি।
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি
পীরিত করনে জানি ;
এক নিমিখ পল, নিরখি শ্যাম জনি
সোই বহুত করি মানি।
কুঞ্জ পথে যব নিরখি সজনি হম,
শ্যামক চরণক চীনা,
শত শত বেরি ধূলি চুম্বি সখি,
রতন পাই জনু দীনা।
নুঠুর বিধাতা, এ দুখ - জনমে
মাঙব কি তুয়া পাশ!
জনম অভাগী, উপেখিতা হম,
বহুত নাহি করি আশ,-
দূর থাকি হম রূপ হেরইব,

দূরে শুনইব বাঁশি।
দূর দূর রহি সুখে নিরীখিব
শ্যামক মোহন হাসি।
শ্যাম - প্রেয়সি রাধা! সখিলো!
থাক' সুখে চিরদিন!
তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি
অভাগিনী গুণ হীন।
অপন দুখে সখি, হম রোয়ব লো,
নিভূতে মুছইব বারি।

কোহি ন জানব, কোন বিষাদে
তন - মন দহে হমারি।
ভানু সিংহ ভনয়ে, শুন কালা
দুখিনী অবলা বালা—
উপেখার অতি তিখিনী বাণে
না দিহ না দিহ জ্বালা।